অত্যন্ত তিরস্কৃত—অত্যন্ত তিরস্কৃত কথাটির অর্থ একেবারে দূরীভূত। যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বিপরীত অর্থ বোঝায় সেখানে তাকে অত্যন্ততিরস্কৃত বলা হয়। এর উদাহরণরূপে আনন্দবর্ধনাচার্য যে উদাহরণটি তুলেছেন তা হলো—

ভম ধম্মিঅ বীসত্থো সো শুণও অজ্জ মারিও দেণ
গোলাণই-কচ্ছ-কুডঙ্গবাসিনা দরিঅ সীহেন ॥ গাহা সত্তসই ২।৭৫

সংস্কৃত—ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকঃ অদ্য মারিতস্তেন।
গোদা-তট-বিকট-কুঞ্জ-বাসিনা দৃপ্ত-সিংহেন ॥

—হে ধার্মিক তুমি এখন এখানে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করতে পারো। গোদাবরী নদীতটের লতাগহনবাসী দৃপ্ত এক সিংহ সেই কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে।

পণ্ডিত অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য গাথাটির বাঙলায় কবিতানুবাদ করলেন ঃ

ধার্মিক তুমি ভ্রম এই বনে,
এখন নাই সে কুকুর ভয়।
গোদাতটবাসী দৃপ্ত সিংহ
বধেছে তাহাকে সুনিশ্চয় ॥

এক ধার্মিক কোনো প্রেমিকার প্রিয় মিলন কুঞ্জে এসে পুষ্পপত্রাদি চয়ন করতো, এতে প্রিয় মিলনের গোপনীয়তা ও রমণীয়তা নষ্ট হতো। কিন্তু ঐ স্থানের একটি কুকুরের ভয়েও সেই ধার্মিক নিশ্চিন্তে পুষ্পপত্রাদি চয়ন করতে পারতো না।

প্রিয় মিলনের গোপনীয়তা ও রমণীয়তা রক্ষার্থে চতুরা অবলম্বিতকৌশলা প্রেমিকার এই উক্তি সেই পুষ্পপত্র চয়নে অভ্যস্ত সাধুর প্রতি। বাচ্যার্থে ভ্রমণ করতে বলা হলেও ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি হচ্ছে ভ্রমণ করো না। অবলম্বিতকৌশলা বচনরচনা-নিপুণা প্রেমিকা বলতে চেয়েছে কুকুরটি নেই বটে কিন্তু কুকুর হত্যাকারী সিংহ আছে ; অতএব তুমি এখান থেকে চলে যাও, আর এসো না। যদি না চলে যাও তখন সেই সিংহ তোমাকে হত্যা করবে।

ভ্রম অর্থাৎ ভ্রমণ কর কথাটির বাচ্যার্থ এখানে পরিত্যক্ত। তাই এটি অত্যন্ত তিরস্কৃত অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনির উজ্জ্বল উদাহৃতি।

ধ্বনির দ্বিতীয় মুখ্য প্রকার হচ্ছে বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য। যেখানে বাচ্যটি বক্তার বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত হয়েও অন্য একটি অর্থকে পর অর্থাৎ প্রধান রূপে ব্যঞ্জিত করে তাকে বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি বলে।

বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য কথাটিতে 'বাচ্য' শব্দের দুটি বিশেষণ বিবক্ষিত ও অন্যপর। এই বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য ধ্বনির বৈশিষ্ট্য হলো বাচ্য এখানে বাচ্য হয়ে থেকেও আর একটি অর্থকে অনুরণন ক্রমে ব্যঞ্জিত করে ও প্রধান করে তোলে। প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয় এটাই।

বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য দু প্রকার—(১) অসংলক্ষ্যক্রম (২) সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি।

Scanned with CamScanner